A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Phone 9831172060
E mail : sabujmancha@gmail.com

Kolkata 14.12.21

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে

নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিবেশ ব্রাত্য

আগামী ১৯ শে ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের আরো ১১৮ টি পৌরসভা ও পৌর নিগমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি নির্বাচনী প্রচার থেকে নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষা করার বিষয়ে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাঁরা জিতবেন, বিজয়োৎসবের সময় তাঁরা যেন পরিবেশি বিধি মেনে চলেন।

কলকাতা পুরসভার নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিকভাবে কোনো ইস্তাহারেই শহরের পরিবেশ রক্ষার্থে কোনো স্পষ্ট দিশা নেই। প্রসঙ্গত নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিবেশের গুরুত্ব না পাওয়ার প্রেক্ষিতেই সবুজ মঞ্চ-এর জন্ম ২০০৯ সালে; কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে গত এক যুগে পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক দলগুলির মানসিকতা বিশেষ পাল্টায়নি।

বিজেপি তাদের ইস্তাহারে ৬ টি 'S(স)এর কথা বলেছে – স্বাস্থ্য কলকাতা, স্বচ্ছ কলকাতা, শিক্ষিত কলকাতা, সুরক্ষিত কলকাতা, সাংস্কৃতিক কলকাতা ও সবার কলকাতা - কিন্তু সপ্তম 'স'; সবুজ কলকাতার কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনি।

তৃনমূল কংগ্রেস-এর ১০ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে টালিগঞ্জ, যাদবপুরে জল সমস্যার সমাধান ও কলকাতার জল জমা বন্ধ করতে ২০০টি অতিরিক্ত পাম্প বসানোর কথা বলেছে। মনে রাখতে হবে বেআইনি নির্মান, খাল দখল ও নিকাশী খালগুলির পলি না সরিয়ে শুধু পাম্প বাড়ালে কখনই জল জমার স্থায়ী সমাধান মিলবে না। পাশাপাশি ৫০০টি এসি বাস স্টপের প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয় ও পরিবেশ বিরোধী; এতে অকারণে বিপুল পরিমান শক্তির অপব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ ছাড়া কিছুই ঘটবে না।

বামফ্রন্টের ইস্তাহারে ২৪ ঘন্টা পরিশ্রুত পানীয় জল পৌছে দেওয়া, গভীর নলকূপ ও হ্যান্ড-টিউবওয়েল ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি রক্ষা ও গ্রিন সিটি তৈরী করার কথা বললেও অধিকাংশ জরুরি বিষয়ই নেই।

আশ্চর্যের বিষয় কোনো রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে যথাযথ নগর পরিকল্পনা, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, সবুজ রক্ষা ও বাড়ানো, বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়গুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি।

সবুজ মঞ্চ-র ১৫ দফা দাবি / আবেদন

এই অবস্থায় সবুজ মঞ্চ কলকাতার আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের কাছে কিছু নির্দিষ্ট দাবি ও আবেদন রাখতে চায়। দাবি, সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যেখানে স্পষ্ট আইনি বিধান রয়েছে; আর, আবেদন সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আইন না থাকলেও পরিবেশ বাঁচানোর প্রয়োজনে যে সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োজন রয়েছে।

- **কলকাতার সম্প্রসারণ হচ্ছে উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে। অথচ কোনো ক্ষেত্রেই নগর পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যথাযথ পরিবেশ রক্ষা এবং পরিষেবার পরিকল্পনা করে শহর সম্প্রসারণ করতে হবে।**

সবুজ মঞ্চ
sabuj mancha

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Phone 9831172060
E mail : sabujmancha@gmail.com

- **যথেষ্ট ও সঠিক গুণমানের পানীয় জল শহরবাসীকে দিতে হবে। সরবরাহ করা জলের গুণমান সংক্রান্ত তথ্য সবাই যাতে জানতে পারে তার জন্য জন সমক্ষে রাখতে হবে।**
- **বৃষ্টির জল সংরক্ষণে জোর দিতে হবে; প্রয়োজনে এ বিষয়ে 'ইনসেনটিভ' দিতে হবে। ভূগর্ভের জল তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।**
- **বায়ুদূষণ, বিশেষ করে গাড়ি থেকে হওয়া দূষণ, নির্মান দূষণ ও কলকারখানা থেকে হওয়া দূষণ কমাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।**
- **ওয়ার্ড ভিত্তিক কত জলাশয় পূর্বে ছিল ও বর্তমানে আছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, জন সমক্ষে রাখতে হবে এবং সেগুলির উপযুক্ত সংস্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।**
- **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি একাধারে শহরের কিডনি ও রান্নাঘর; সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে আগ্রাসী প্রমোটার ও রিয়াল এস্টেট রাজের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এই এলাকায় শহরের দূষিত জলের পরিশোধন এবং একই সঙ্গে মাছ এবং সবজি চাষের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। শহরের দূষিত জল সরাসরি বিদ্যাধরী নদীতে পাঠানো বন্ধ করতে হবে।**
- **আদিগঙ্গাকে যতদুর সম্ভব তার প্রবাহ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আদিগঙ্গা সহ শহরের মধ্যে ও আশপাশ দিয়ে বয়ে চলা নিকাশী খাল গুলিকে দখলমুক্ত করতে হবে ও সেগুলির যথাযথ সংস্কার করতে হবে; নাহলে বেহালা সহ শহরের বহু অঞ্চলে জল জমার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়বে।**
- **জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে শহরকে বাঁচাতে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা করতে হবে। ছোট ছোট উদ্যোগে সৌর শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে, প্রয়োজনে এ বিষয়ে 'ইনসেনটিভ' দিতে হবে।**
- **শহরে ইতিমধ্যেই সবুজ অত্যন্ত কম সুতরাং যেখানে সেখানে গাছ কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে, বরং পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক প্রজাতির গাছ বসাতে হবে ও শহরের জৈব বৈচিত্রকে রক্ষা করতে হবে। যে সমস্ত গাছ কাটা হয়েছে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে সেগুলির পরিবর্তে নতুন গাছ বসাতে হবে।**
- **রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবর সহ শহরের যাবতীয় পার্কগুলিকে ব্যক্তি, ক্লাব ও সংস্থাদের হাত থেকে দখলমুক্ত করতে হবে ও পার্কে যেকোনো রকম অপ্রয়োজনীয় নির্মান বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যেই যে অপ্রয়োজনীয় নির্মানগুলি হয়েছে সেগুলিকে যতটা সম্ভব সরিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষের কাছে সবুজ ফিরিয়ে দিতে হবে।**
- **আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ২০১৬ এর আইন অনুযায়ী, পুর আবর্জনা রিসাইক্লিং এবং প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। চিকিৎসা জাত আবর্জনা, নির্মান আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পুরসভার বিল্ডিং রুল ও পরিবেশ আইন অনুযায়ী নির্মান সামগ্রী যেখানে সেখানে রাখা বন্ধ করতে হবে। ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা জ্বালানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।**
- **একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী ও ক্যারিব্যাগ তৈরি, ব্যবহার যথা সম্ভব কমাতে হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৬ অনুযায়ী সমস্ত ধরনের প্লাস্টিক আবর্জনার ব্যবস্থাপনা করতে হবে।**
- **আদালতের রায় অনুযায়ী বাজি ফাটানো বন্ধ করতে হবে, ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে ও লাউড স্পিকার শুধুমাত্র সাউন্ড লিমিটার সহ নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজাতে হবে।**
- **আগামী যে কোনো নগর পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।**
- **পরিবেশ বান্ধব ট্রামকে গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহন হিসাবে ফিরিয়ে আনতে হবে; সামগ্রিকভাবে গণপরিবহনকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।**

সাধারণ ভোটারদের কাছে আবেদন, আপনাদের কাছে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোট ভিক্ষা করতে আসছেন ও আসবেন তখন উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে ও নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের কাছে পরিবেশের বিষয়ে জরুরি প্রশ্নগুলি তুলুন; উত্তর চান ও প্রতিশ্রুতি দাবি করুন।